বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

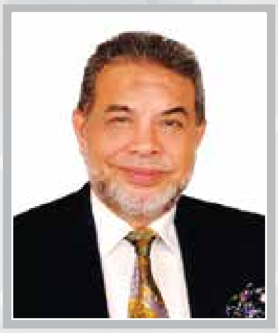

বার্ষিক প্রতিবেদন - ২০২৪

৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা

২৮ জুন ২০২৫ইং

চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল

আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

মাননীয় প্রেসিডেন্ট,

কার্যনির্বাহী কমিটির সম্মানিত সদস্য/সদস্যাবৃন্দ, ডোনার, পৃষ্ঠপোষক ও আজীবন সদস্য/সদস্যাবৃন্দ উপস্থিত সুধীমন্ডলী আস্‌সালামু আলাইকুম।

চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ হতে আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। সভার শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বিগত ১ বছরে আমাদের মধ্যে থেকে হারিয়ে যাওয়া নাম জানা ও অজানা হাসপাতালের আজীবন সদস্য/সদস্যা, পৃষ্ঠপোষক, ডোনার, হাসপাতালের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শুভানুধ্যায়ীদের। বিশেষ ভাবে স্মরণ করছি -

- হাসপাতালের আজীবন সদস্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক মন্ত্রী জনাব আবদুল্লাহ আল নোমান।
- বিআইটিআইডি চট্টগ্রামের পরিচালক এবং চট্টগ্রামের সাবেক বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক ডা. মো. শাখাওয়াত উল্লাহ।
- কার্যনির্বাহী কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী মোহাম্মদ রেজাউল করিম আজাদ এর বড় ভাই, আজীবন সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক মোহাম্মদ শফিউল বশর ও ভগ্নিপতি ও আজীবন সদস্য ডা. মো. মুজিবুল হক।
- আজীবন সদস্য ও সাবেক এমপি এবং সহযোগী অধ্যাপক (অবস এন্ড গাইনী) ডা. ফারাহ নাজ মাবুদ সিলভির মাতা বেগম রোজী কবির।
- ক্যান্সার ইনস্টিটিউট এন্ড রিসার্চ সেন্টারের কো-চেয়ারম্যান জনাব এস এম আবু তৈয়ব এর বড় ভাই এস এম আবু মহসিন।
- সিপিডিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জি. ইফতেখার হোসেন সোহাগ এর শ্রদ্ধেয় পিতা আবুল হোসেন।
- হাসপাতালের কার্যনির্বাহী কমিটির সাবেক দাতা সদস্য জনাব আবুল বাশার আবুর মাতা ও হাসপাতালের আজীবন সদস্য সুফিয়া বেগম।
- আজীবন সদস্য ও বিশিষ্ট ব্যাংকার জনাব আবদুল গাফফার চৌধুরী।
- আজীবন সদস্য ও বিশিষ্ট সমাজ সেবক লায়ন ফাতেমা রহমান সনজি।
- আজীবন সদস্য ও হযরত শাহ আমানত শাহ'র বংশধর মতোয়াল্লি বেলায়েত উল্লাহ খান।
- আজীবন সদস্য এ কে এম সিরাজুল হক, সৈয়দ শামসুল আলম, আলহাজ্ব আমির আলী, নজরুল হক, আলী আশরাফ, আলহাজ্ব আবুল কাসেম, আলহাজ্ব আবদুস সামাদ, আবু বক্কর সিদ্দিকী, বেগম ফরিদা মোজাম্মেল, মোহাম্মদ শাহজাহান, আলহাজ্ব মাওলানা মতিউর রহমান, এস এম কুতুব উদ্দিন, জমির আহমেদ সিকদার, মোহাম্মদ জাকির হোসাইন, নুরুল ইসলাম সওদাগর, বাদশা মিয়া, মোক্তার আহমেদ ও কোরবান আলী ।
- কার্যনির্বাহী কমিটির সাবেক সদস্য ডা. মো. আবু তৈয়ব এর বোন নুরজাহান বেগম।
- হাসপাতালের সাবেক উপ-পরিচালক ডা. মো. লিয়াকত আলী ভূঁইয়ার বড় ভাই ও আজীবন সদস্য মো. সিদ্দিকুর রহমান ভূঁইয়া।
- আজীবন সদস্য রাকিবুল হাসান এর মাতা রোকেয়া বেগম, আজীবন সদস্য দেলোয়ার হোসেন ভূঁইয়ার মাতা মোছাম্মৎ রাজিয়া বেগম।

পরম করুনাময় মহান আল্লাহর দরবারে তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। মহান আল্লাহর দরবারে তাদের সকলের জন্য মাগফেরাত কামনা করছি।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ,

গত ২১/১২/২০২৪ তারিখ হাসপাতালের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন ২০২৫-২০২৭ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মানিত আজীবন ও ডোনার সদস্যগণের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশে ও শান্তিপূর্ণভাবে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন চট্টগ্রামের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) জনাব মোহাম্মদ নূরুল্লাহ নূরী। একটি অবাধ, সুষ্ঠ, সুন্দর, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আয়োজনের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে আমরা প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি গত ২৪/১২/২০২৪ তারিখ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির দায়িত্ব গ্রহণের ৬ মাস অতিবাহিত হয়েছে। আমরা নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি ৬ মাস কার্যকালসহ গত ১ বছরের হাসপাতালের সার্বিক কার্যক্রমের একটি চিত্র নিম্নে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

➢ **১০৫০ শয্যা বিশিষ্ট নতুন হাসপাতাল ভবন :** আমাদের স্বপ্নের মেগা প্রকল্প ১০৫০ শয্যা বিশিষ্ট নতুন হাসপাতাল ভবন। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, নতুন হাসপাতাল ভবনের নির্মাণ কাজ প্রায় সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত হয়েছে। শুধুমাত্র ভবনের বাইরের ফিনিশিং/ সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ বাকি আছে। ইতোমধ্যে পুরাতন হাসপাতাল ভবন থেকে সকল বিভাগ নতুন হাসপাতাল ভবনে আরো বর্ধিত পরিসরে স্থানান্তর করা হয়েছে। নতুন ভবনে স্থান সংকুলান না হওয়ায় শুধুমাত্র অটিজম ও শিশু বিকাশ কেন্দ্রটি পুরাতন হাসপাতাল ভবনে রয়ে গেছে। পুরাতন হাসপাতাল ভবন থেকে নতুন ভবনে হাসপাতালের সকল কার্যক্রম স্থানান্তরের প্রেক্ষিতে হাসপাতালের সেবার মান ও সেবার পরিধি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন ভবনে বর্তমানে হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ১০৫০। পুরাতন ভবনে হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ সমূহ বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে ছিল। এতে রোগীদের সেবা প্রদানে বিভিন্ন সমস্যা হতো। নতুন ভবনে একই কমপাউন্ডে ল্যাবরেটরী কমপ্লেক্স, ব্লাড ব্যাংক, রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং বিভাগ থাকার কারণে রোগীদের হয়রানি অনেক কম হচ্ছে এবং রোগীরা সহজে সেবা পাচ্ছে। নতুন হাসপাতাল ভবনে বিশেষায়িত বিভাগ সমূহ যেমন - আইসিইউ, সিসিইউ, ক্যাথল্যাব, শিশু আইসিইউ, এনআইসিইউ, অপারেশন থিয়েটার, অবস এন্ড গাইনী লেবার কমপ্লেক্স, ডায়ালাইসিস ইউনিট, ল্যাবরেটরী কমপ্লেক্স, ব্লাড ব্যাংক, রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং ও প্রশাসনিক বিভাগকে সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনের আওতায় আনা হয়েছে। নিরবনিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য হাসপাতালে ৫১২০ কেভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে এবং ১২৫০ কেভিএ একটি ১১৫০ কেভিএ একটি ও ৬৫০ কেভিএ একটি জেনারেটর স্থাপন করা হয়েছে। নতুন হাসপাতাল ভবনে মোট ৬টি লিফট স্থাপন করা হয়েছে। আরো ২টি লিফট স্থাপন করতে হবে। সব মিলিয়ে আমাদের স্বপ্নের মেগা প্রকল্প ১৩ তলা বিশিষ্ট নতুন ভবন এখন পুরোদমে চলমান। ভবনের বাহিরের ফিনিশিং সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ সমূহ সম্পন্ন হলে এই প্রকল্প পরিপূর্ণভাবে সমাপ্ত হবে। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে আমাদের প্রায় ৪০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। হাসপাতালের নিজস্ব আয়, সরকারী- বেসরকারী অনুদান সর্বোপরি জনসাধারণের সর্বাত্বক সহযোগীতায় আমরা এই প্রকল্প সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। নতুন হাসপাতাল ভবন নির্মাণ কাজের জন্য পিএইচপি ফ্যামিলি চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ৫ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছেন। এছাড়া ক্যান্সার ভবনের জন্যও তিনি আলাদাভাবে আরো ৫ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেন। হাসপাতালের ৭ম তলায় অবস্থিত শিশু স্বাস্থ্য বিভাগের ফ্লোরটি পিএইচপি ফ্যামিলির নামে নামকরণ করা হয়েছে। কার্যনির্বাহী কমিটির সাবেক প্রেসিডেন্ট মরহুম প্রফেসর এ এস এম ফজলুল করিম নতুন ভবনের অবস এন্ড গাইনী ওয়ার্ডের উন্নয়নের জন্য ১ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছেন। গাইনী ওয়ার্ডটি তাঁর প্রয়াত সহধর্মিনী ডাঃ সাহিদা করিম এর নামে নামকরণ করা হয়েছে। ভিআইপি টাওয়ারের স্বত্বাধিকারী জনাব আবুল হোসেন ২টি লিফট, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের পক্ষ থেকে ২টি লিফট অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কোনো প্রকার ব্যাংক লোন ছাড়াই আমরা ১৩ তলা বিশিষ্ট নতুন এই হাসপাতাল ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছি। এজন্য মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি।

➢ **চমাশিহা ক্যান্সার ইনস্টিটিউট এন্ড রিসার্চ সেন্টার :** আমাদের স্বপ্নের অন্যতম আরেকটি প্রকল্প হলো "চমাশিহা ক্যান্সার ইনষ্টিটিউট এন্ড রিসার্চ সেন্টার"। গত ০৪/০২/২০২১ তারিখ ক্যান্সার হাসপাতাল ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

করা হয় এবং গত ০৫ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ ক্যান্সার হাসপাতালের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। ক্যান্সার হাসপাতালে বিশ্বের সর্বাধুনিক লিয়েনার এক্সিলারেটর রেডিওথেরাপি মেশিন, অত্যাধুনিক সিটি সিমুলেটরসহ সকল যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। জানুয়ারী ২০২৪ থেকে ক্যান্সার হাসপাতালে অত্যাধুনিক এই রেডিওথেরাপি মেশিনে রোগীদের রেডিওথেরাপি সেবা চালু করা হয়েছে। বর্তমানে প্রতিদিন ৬০/৬৫ জন রোগী এখানে রেডিওথেরাপি সেবা পাচ্ছে। ইতোমধ্যে ক্যান্সার ইনষ্টিটিউটে ৭৬৯জন রোগীকে রেডিওথেরাপি সেবা দেয়া হয়েছে। এছাড়াও ক্যান্সার ইনষ্টিটিউটে ক্যান্সার রোগীদের কেমো থেরাপিসহ ওয়ানস্টপ চিকিৎসা সেবা চালু আছে। দেশের খ্যাতনামা ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালের চিফ কনসালটেন্ট প্রফেসর (ডাঃ) কামরুজ্জামান চৌধুরী এখানে রোগী দেখছেন। এছাড়া ঢাকা থেকে আরো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসগণ এখানে রোগী দেখছেন। ক্যান্সার ভবনের ৫ম তলায় ক্যান্সার রোগীদের জন্য বিশেষায়িত সেবা অনকো ক্রিটিক্যাল কেয়ার (ক্যান্সার রোগীদের জন্য আইসিইউ) চালু করা হয়েছে। সম্ভবত বাংলাদেশে শুধুমাত্র ক্যান্সার রোগীদের জন্য এটিই একমাত্র অনকো ক্রিটিক্যাল কেয়ার বা ক্যান্সার আইসিইউ। ক্যান্সার হাসপাতালটি পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করা হলে এখানে ১৫০ জন রোগী ভর্তি করা সম্ভব হবে। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে চট্টগ্রামে ক্যান্সার রোগীদের পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা সেবা না থাকার কারণে বিশেষ করে চট্টগ্রামে কোনো রেডিওথেরাপি মেশিন না থাকার কারণে চট্টগ্রামের ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসার জন্য বা রেডিওথেরাপি সেবার জন্য ঢাকা বা দেশের বাইরে যেতে হতো। চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের এই ক্যান্সার ইনষ্টিটিউট স্থাপনের ফলে চট্টগ্রামের ক্যান্সার রোগীদের এখন আর ক্যান্সার চিকিৎসা বা রেডিওথেরাপি সেবার জন্য চট্টগ্রামের বাইরে যেতে হবেনা। চট্টগ্রামের রোগীরা এখন খুব সহজে এবং কম খরচে এখানে অত্যাধুনিক মেশিনে রেডিওথেরাপি সেবা নিতে পারছে। এটা চট্টগ্রামবাসীর জন্য অনেক বড় পাওয়া। যেহেতু চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালে একমাত্র রেডিওথেরাপি সেবা চালু করা হয়েছে তাই রোগীর পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে আমাদের রেডিওথেরাপি মেশিনে দৈনিক ৬০-৬৫ জন রোগীর বেশি সেবা দেয়া সম্ভব হচ্ছেনা। ক্রমবর্ধমান রোগী বৃদ্ধির কারণে আমরা ২য় রেডিওথেরাপি মেশিন স্থাপনের চিন্তা ভাবনা করছি। ২য় মেশিন স্থাপনের জন্য আমরা বাংকার তৈরি করে রেখেছি। যাতে ২য় মেশিন নেয়া হলে স্থাপনে কোনো ধরনের অসুবিধা না হয়। ২য় মেশিনটি স্থাপন করতে আমাদের প্রায় ২৫/৩০ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। এ ব্যাপারে আমরা সকলের সহযোগীতা কামনা করছি। চট্টগ্রামের সর্বস্তরের জনসাধারণের সর্বাত্বক সহযোগীতায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা এই ক্যান্সার হাসপাতাল চালু করতে সক্ষম হয়েছি। ক্যান্সার হাসপাতালের জন্য যারা বিশেষভাবে অনুদান প্রদান করেছেন তারা হলেন - ১) ইউসিবিএল পিএলসি, ২) আলহাজ্ব সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, ৩) জনাব মাহমুবুল আলম ও তার ভাইবৃন্দ, ৪) আইডিএলসি ফিন্যান্স লিঃ, ৫) শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভান্ডারী ট্রাস্ট, ৬) ইনার হুইল ডিস্ট্রিক্ট ৩৪৫ বাংলাদেশ, ৭) দৈনিক আজাদী, ৭) জনাব মোহাম্মদ আবুল হোসাইন, ৮) লায়ন রুপম কিশোর বড়ুয়া, ৯) মরহুম প্রফেসর (ডাঃ) আবু তাহের, ১০) এসিএস লজিসিটক্স লিঃ এন্ড মেরিনার্স কার্গো সার্ভিসেস লিঃ। দৈনিক আজাদী সম্পাদক জনাব এম এ মালেক এই ক্যান্সার হাসপাতাল বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং দৈনিক আজাদী মিডিয়া পার্টনার হিসেবে কাজ করছেন। আমরা কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে ক্যান্সার হাসপাতাল বাস্তবায়নে সহযোগীতার জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এছাড়াও ১ কোটি টাকার নিচে অনেক ডোনার রয়েছে যাদের নাম এখানে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। আমরা সকলের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ ।

➢ **৩৪ শয্যা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক সিসিইউ ও ক্যাথল্যাব স্থাপন** : নতুন হাসপাতাল ভবনের ৬ষ্ঠ তলায় ৩৪ শয্যা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ নতুন সিসিইউ ইউনিট ও অত্যাধুনিক ক্যাথল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। নতুন ক্যাথল্যাব স্থাপনের ফলে এখন এখানে এনজিওগ্রাম, পিটিসিএসহ সকল কার্ডিওলজি রোগীগের সকল প্রসিডিউর করা সম্ভব হচ্ছে। চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে এটি আরেকটি নতুন মাইলফলক। ইতোমধ্যে হাসপাতালের ক্যাথল্যাবে ১৫৮৭টি এনজিওগ্রাম ও ৪৩৬টি পিটিসিএ সহ মোট ২০৯৪টি বিভিন্ন প্রসিডিউর করা হয়েছে। বিশিষ্ট ক্লিনিক্যাল এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিষ্ট প্রফেসর ডাঃ আবু তারেক ইকবাল হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সম্প্রসারিত কার্ডিওলজি বিভাগে বেড সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে এখন অধিক সংখ্যক রোগীকে সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। কার্ডিওলজি বিভাগে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

সমৃদ্ধ করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আমরা আশা করি চট্টগ্রামে সর্ববৃহৎ বেসরকারী হাসপাতালের সিসিইউ হিসেবে চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের সিসিইউ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগের অধীনে আমরা কার্ডিয়াক সার্জারী বিভাগ চালু করার উদ্যোগ নিয়েছি। কার্ডিয়াক সার্জারীর জন্য অপারেশন থিয়েটার, পোস্ট অপারেটিভ ও কার্ডিয়াক আইসিইউ'র জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। উক্ত বিভাগ চালু করার জন্য আনুমানিক ৬/৭ কোটি টাকার প্রয়োজন হতে পারে। আমরা আশাকরি আগামী ২ বছরের মধ্যে এখানে কার্ডিয়াক সার্জারী চালু করা সম্ভব হবে। কার্ডিয়াক সার্জারী চালু করা হলে আমাদের কার্ডিওলজি বিভাগ পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করবে। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, হাসপাতালের মেগা ডোনার মরহুম এস এম নুরুদ্দিন সাহেব এই ক্যাথ ল্যাব এবং সিসিইউ'র জন্য সম্পূর্ণ অর্থ একক ভাবে ৬ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছেন। কার্ডিয়াক সার্জারীর জন্যও তার পরিবারের পক্ষ থেকে এযাবৎ ১ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। গত ২৫ এপ্রিল ২০২২ তারিখ তিনি ব্যাংককে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর এই মৃত্যু মা ও শিশু হাসপাতাল পরিবারের জন্য একটি অপূরনীয় ক্ষতি। আমরা মহান আল্লাহর দরবারে তার মাগফেরাত কামনা করছি।

➢ **অত্যাধুনিক নতুন আইসিইউ ও এইচডিইউ :** হাসপাতালের নতুন ভবনের ৫ম তলায় ৩০ শয্যা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের আইসিইউ চালু করা হয়েছে। আইসিইউতে বেডসাইড ডায়ালাইসিস, স্লেড ডায়ালাইসিস, বেডসাইড ইকোকার্ডিওগ্রাফি, বেডসাইড আল্ট্রাসনোগ্রাফি, বেডসাইড ব্রংকোস্কপি ও আলাদা আইসোলেশন বেড/কেবিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের জানা মতে বেসরকারী পর্যায়ে দেশে এটিই সর্ববৃহৎ আইসিইউ। সম্প্রসারিত নতুন এই আইসিইউ ইউনিট চালুর মাধ্যমে চট্টগ্রামে আইসিইউ রোগীদের সিট সংকট অনেকাংশে লাঘব হয়েছে। আইসিইউ ইউনিটকে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, আইসিইউতে বিশেষভাবে দক্ষ ও অভিজ্ঞ নার্সের সমন্বয়ে একটি টিম কাজ করছে। ডাঃ মাহাদী হাসান রাসেল এমআরসিপি (ইউকে), এফআরসিপি (ইডেনবার্গ) সহযোগী অধ্যপক ও আইসিইউ ইনচার্জ হিসেবে কাজ করছেন।

➢ **নতুন অপারেশন থিয়েটার কমপ্লেক্স :** নতুন হাসপাতাল ভবনের ৫ম তলায় একটি অত্যাধুনিক অপারেশন থিয়েটার কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত অপারেশন থিয়েটারে অত্যাধুনিক দুটি মডিউলার ওটিসহ মোট ৯টি অপারেশন থিয়েটার রয়েছে। এটি চালু করার ফলে হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটারের সংকট সমাধান হয়েছে। বর্তমানে হাসপাতালের সকল বিভাগ প্রতিদিন তাদের চাহিদা অনুযায়ী অপারেশন করতে পারছেন। এজন্য অপারেশন থিয়েটারে প্রয়োজনীয় মেডিকেল যন্ত্রপাতি ও জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে পর্যাপ্ত পরিমাণ অপারেশন থিয়েটার থাকার কারণে বিভিন্ন বিভাগের সিডিউল অপারেশনের বাইরেও প্রতিদিন ইমার্জেন্সি অপারেশন করা সম্ভব হচ্ছে। এতে একদিকে অধিক সংখ্যক অপারেশন করা সম্ভব হচ্ছে এবং এতে হাসপাতালের আয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

➢ **সম্প্রসারিত নিওনেটাল ওয়ার্ড :** চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের অন্যতম বিশেষায়িত ওয়ার্ড হলো নিওনেটাল ওয়ার্ড। নতুন হাসপাতাল ভবনের ৪র্থ তলায় নিওনেটাল ওয়ার্ড স্থানান্তর করা হয়েছে। নতুন ভবনে নিওনেটাল ওয়ার্ডের শয্যা সংখ্যা ৫২ থেকে ৮০ টিতে উন্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে এনআইসিইউ শয্যা সংখ্যা ৪৫টি। নিওনেটাল বিভাগে সব সময় রোগীদের সিট সংকট থাকে। সিটের অভাবে প্রতিনিয়ত অনেক রোগীকে ফেরত দিতে হচ্ছে। নতুন ভবনে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এখন আরো অনেক বেশি সংখ্যক নিওনেটাল রোগীদের ভর্তি ও চিকিৎসা সেবা দেয়া সম্ভব হবে। নতুন ভবনে নিওনেটাল ওয়ার্ডকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। নিওনেটাল ওয়ার্ডের জন্য ইতোমধ্যে নিওনেটাল ভেন্টিলেটর, ইনফেন্ট ওয়ার্মার, ইনকিউবেটর, হাইফ্লো ন্যাজাল ক্যানুলা, ফটোথেরাপি মেশিনসহ প্রয়োজনীয় মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। প্রফেসর ডা. ওয়াজির আহমেদ এর নেতৃত্বে একটি দক্ষ ও অভিজ্ঞ টিম এখানে কাজ করছেন। বৃহত্তর চট্টগ্রামে আমাদের নিওনেটাল বিভাগের আলাদা সুনাম রয়েছে। উক্ত বিভাগে বিসিপিএস এর ৩ বছরের ট্রেনিং স্বীকৃত ও অনুমোদিত।

➢ **সম্প্রসারিত পেডিয়াট্রিক আইসিইউ :** নতুন হাসপাতাল ভবনের ৭ম তলায় আরো বৃহত্তর পরিসরে সম্প্রসারিত পেডিয়াট্রিক আইসিইউ বিভাগ চালু করা হয়েছে। নতুন ভবনে পেডিয়াট্রিক আইসিইউ'র শয্যা সংখ্যা ৩০ থেকে বৃদ্ধি করে ৫০ এ উন্নিত করা হয়েছে। যার ফলে আরো বৃহত্তর পরিসরে ও অধিক সংখ্যক রোগীকে এই ইউনিটে চিকিৎসা

সেবা দেয়া সম্ভব হচ্ছে। নতুন পেডিয়াট্রিক আইসিইউ ইউনিটের জন্য ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয় করে দেয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, দক্ষ ও অভিজ্ঞ নার্স এর সমন্বয়ে একটি সমন্বিত টিম এখানে কাজ করছেন। চট্টগ্রামে এটি শিশু রোগীদের জন্য সর্ববৃহৎ আইসিইউ। চট্টগ্রামের বিভিন্ন ক্লিনিকসহ বৃহত্তর চট্টগ্রামের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে আমাদের পেডিয়াট্রিক আইসিইউতে রোগী রেফার করা হয়ে থাকে। খুবই স্বল্প মূল্যে হাসপাতালের শিশু আইসিইউতে রোগীদের সেবা দেয়া হয়ে থাকে। বৃহত্তর চট্টগ্রামে হাসপাতালের শিশু আইসিইউ বিভাগের চিকিৎসা সেবার আলাদা সুনাম রয়েছে। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে এই সেবার পরিধি আরো বৃদ্ধি পাবে। প্রফেসর (ডা.) দিদারুল আলম এর নেতৃত্বে একটি দক্ষ ও অভিজ্ঞ টিম এখানে কাজ করছেন। সম্প্রতি বিসিপিএস কর্তৃক উক্ত বিভাগের প্রশিক্ষণ ১ বছরের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশে আমাদের প্রতিষ্ঠানসহ মাত্র তিনটি হাসপাতালে পেডিয়াট্রিক ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটের বিসিপিএস এর প্রশিক্ষণ অনুমোদন আছে।

➢ **হেমোডায়ালাইসিস ইউনিট :** নতুন হাসপাতাল ভবনের ৩য় তলায় বৃহত্তর পরিসরে ও অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশে হাসপাতালের হেমোডায়ালাইসিস ইউনিট স্থানান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে ডায়ালাইসিস ইউনিটে দুটি পজিটিভ মেশিনসহ ৮টি ডায়ালাইসিস মেশিনে রোগীদের ৩ শিফটে ডায়ালাইসিস সেবা দেয়া হচ্ছে। ডায়ালাইসিস ইউনিটের জন্য আরো ৪/৫টি ডায়ালাইসিস মেশিনের প্রয়োজন রয়েছে। নতুন মেশিনের অভাবে আরো অধিক সংখ্যক রোগীকে সেবা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। এ কে খান ফাউন্ডেশনও আরো কিছু ডায়ালাইসিস মেশিন দিবেন বলে জানিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, হাসপাতালের ডায়ালাইসিস ইউনিটটি এ কে খান ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

➢ **রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং ও ল্যাবরোটরি মেডিসিন বিভাগ (ডায়গনষ্টিক বিভাগ) :** নতুন হাসপাতাল ভবনের ২য় তলায় বৃহত্তর পরিসরে রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং বিভাগ (সিটি স্ক্যান, এক্সরে, আল্ট্রাসনোগ্রাফি), ইকোকার্ডিওগাফি, ইটিটি, ইসিজি, স্পাইরোমেট্রি স্থানান্তর করা হয়েছে এবং ৩য় তলায় বৃহত্তর পরিসরে ল্যাবরেটরী মেডিসিন (ক্লিনিক্যাল প্যাথলজী, বায়োকেমিষ্ট্রি, মাইক্রোবায়োলজী, পিসিআর ল্যাব, হিস্টোপ্যাথলজী, সাইটোপ্যাথলজী, হেমাটোলজি ল্যাব), ট্রান্সফিউশন মেডিসিন (ব্লাড ব্যাংক) বিভাগ স্থানান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে একই কম্পাউন্ডে ডায়গনষ্টিক ব্লক হওয়ায় রোগীরা খুব সহজেই এখানে সকল ডায়গনষ্টিক সেবা পাচ্ছেন। পুরাতন ভবনে এগুলো বিক্ষিপ্তভাবে এক একটি একেক জায়গায় থাকার কারণে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও রোগীরা হয়রানির স্বীকার হতো। বর্তমানে এই সমস্যা আর নাই। এছাড়া ৩য় তলায় ডায়গনষ্টিক ব্লকে সুন্দরভাবে রিপোর্ট ডেলিভারী কাউন্টার করে দেয়া হয়েছে। এখন রোগীরা খুব সহজেই হাসপাতালে সকল প্রকার ডায়গনষ্টিক সেবা পাচ্ছেন। হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক, ল্যাবরেটরী মেডিসিন, এক্সরে ও সিটি স্ক্যান বিভাগ ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে।

➢ **অবস এন্ড গাইনী বিভাগ ও লেবার কমপ্লেক্স :** নতুন হাসপাতাল ভবনের ৪র্থ তলায় আলাদা ২টি অপারেশন থিয়েটার, ৬টি এক্লেমসিয়া রুমসহ ৩০ শয্যার অত্যাধুনিক লেবার কমপ্লেক্স প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া ৪র্থ তলায় গাইনী বিভাগের জন্য আরো ৮৮টি আলাদা শয্যার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া গাইনী রোগীদের জন্য পর্যাপ্ত এসি ও নন এসি কেবিনের ব্যবস্থা রয়েছে। নতুন ভবনের অবস এন্ড গাইনী ও লেবার ইউনিটটি অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন। বর্তমানে রোগীরা এখানে আরো ভালোভাবে সুন্দর পরিবেশে সেবা পাচ্ছেন। গাইনী বিভাগে বর্তমানে ৫টি ইউনিটে রোগীদের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। উক্ত বিভাগে বর্তমানে ২ জন অধ্যাপক, ৬ জন সহযোগী অধ্যাপক ও ৩ জন সহকারী অধ্যাপক, ১ জন আরএস, ৩ জন রেজিষ্ট্রার, ৫ জন সহকারী রেজিষ্ট্রার ও ১৫জন মেডিকেল অফিসার কর্মরত আছেন।

➢ **নিউরোসার্জারী ওয়ার্ড :** নতুন হাসপাতাল ভবনের ১২ তলায় ৩২ শয্যা বিশিষ্ট নিউরোসার্জারী ওয়ার্ড চালু করা হয়েছে। ইতোপূর্বে নিউরোসার্জারী শুধুমাত্র বহির্বিভাগ চালু ছিল। নিউরোসার্জারী বিভাগের জন্য অত্যাধুনিক মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। বর্তমানে এখানে নিউরোসার্জারী রোগীদের বিভিন্ন অপারেশন করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও দক্ষ নার্সের সমন্বয়ে ওয়ার্ডটি পরিচালিত হচ্ছে। চট্টগ্রামে বেসরকারী পর্যায়ে সম্ভবত আমরাই প্রথম নিউরোসার্জারী ওয়ার্ড চালু করেছি।

➢ **এএমইউ ও ইমার্জেন্সি বিভাগ :** চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালে ২৪ ঘন্টা চিকিৎসা সুবিধা নিয়ে চট্টগ্রামে প্রথমবারের মত বেসরকারী পর্যায়ে চালু হয়েছে এ্যাকুইট মেডিকেল ইউনিট (এএমইউ)। এই এ্যাকুইট মেডিকেল ইউনিট (এ.এম.ইউ)

উন্নত বিশ্বের ইমার্জেন্সি চিকিৎসা সেবার একটি অন্যতম নাম। চট্টগ্রামে আমরাই প্রথম আইসিইউ, এইচডিইউ সহ একটি পরিপূর্ণ এ্যাকুইট মেডিকেল ইউনিট চালু করেছি। হাসপাতালের এএমইউতে ২০টি শয্যার ব্যবস্থা রয়েছে। এই ইউনিটে রোগীরা ইমার্জেন্সি সার্ভিসের পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সেবা পাচ্ছেন সপ্তাহে ৭ দিন, ২৪ ঘন্টা।

➢ **শিশু এএমইউ ও ইমার্জেন্সি ইউনিট :** এডাল্ট এএমইউ ও ইমার্জেন্সির আদলে পেডিয়াট্রিক্স রোগীদের জন্য সম্প্রতি হাসপাতালের নিচ তলায় ৪ শয্যা বিশিষ্ট শিশু এএমইউ ও ইমার্জেন্সি চালু করা হয়েছে। এখানে ওয়ার্মার, অক্সিজেনসহ প্রয়োজনীয় মেডিকেল যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ করা হয়েছে। গুরুতর অসুস্থ শিশু রোগীদের প্রাথমিক জরুরী চিকিৎসা সেবা এখানে যাতে নিশ্চিত করা যায় সেজন্য কনসালটেন্টসহ প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োজিত আছে। এছাড়া হাসপাতালের শিশু স্বাস্থ্য বহির্বিভাগকে উক্ত শিশু এএমইউ'র সাথে নিচতলায় একই কমপাউন্ডে আরো বৃহত্তর পরিসরে স্থানান্তর করা হয়েছে। যার ফলে শিশু রোগীরা এখানে ওয়ান স্টপ সেবা পাচ্ছে। শিশু এএমইউতে সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘন্টা জরুরী সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে।

সম্মানিত আজীবন সদস্য/সদস্যাবৃন্দ,

চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের অধীনে বর্তমানে নিম্নবর্ণিত প্রকল্প সমূহ অত্যন্ত সুন্দর ও সফল ভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

১. ১০৫০ শয্যা বিশিষ্ট চট্টগ্রাম মা-শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল।
২. চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ।
৩. চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল ইনষ্টিডটিউট অব চাইল্ড হেলথ।
৪. চমাশিহা শামসুন নাহার খান নার্সিং কলেজ।
৫. চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল নার্সিং ইনষ্টিটিউট।
৬. চমাশিহা অটিজম এন্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার।
৭. চমাশিহা ক্যান্সার ইনষ্টিটিউট এন্ড রিসার্চ সেন্টার।
৮. চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট।
৯. প্রস্তাবিত - চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল বৃদ্ধ নিবাস, রাউজান, চট্টগ্রাম।
১০. প্রস্তাবিত - চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল অটিজম ইনষ্টিটিউট এন্ড হোম, রাউজান, চট্টগ্রাম।
১১. প্রস্তাবিত - চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল বিশ্ববিদ্যালয়।
১২. প্রস্তাবিত - চমাশিহা নিওরোসাইন্স ইনষ্টিটিউট।

নিম্নে হাসপাতালের প্রকল্প সমূহের কার্যক্রমের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোকপাত করা হলো -

চট্টগ্রাম মা-শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল :

চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের অন্যতম প্রকল্প "চট্টগ্রাম মা-শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল"। বর্তমানে এটি প্রায় ১০৫০ শয্যার একটি পূর্ণাঙ্গ জেনারেল হাসপাতাল হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। এটি একটি রোগী বান্ধব হাসপাতাল। রোগীদের সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করাই আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। হাসপাতালের অন্তঃ ও বহিঃ বিভাগে বর্তমানে বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবা সহ সকল ধরনের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। হাসপাতালের বহির্বিভাগের পরিবেশ এখন অনেক সুন্দর ও রোগী বান্ধব। নতুন হাসপাতাল ভবনের লবি ও সংলগ্ন এলাকা দৃষ্টিনন্দন ও সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। রোগীদের বসার জন্য পর্যাপ্ত ওয়েটিং এর ব্যবস্থা রয়েছে। বহির্বিভাগে সকল বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কনসালটেন্সি সার্ভিস সহ সকল চিকিৎসা সেবা দেয়া হচ্ছে। হাসপাতালের বহির্বিভাগ সকাল ৮.০০ টা থেকে রাত ৮:০০টা পর্যন্ত খোলা থাকছে।

হাসপাতালে বর্তমানে পূর্ণাঙ্গ মেডিসিন বিভাগ, শিশু স্বাস্থ্য বিভাগ, জেনারেল সার্জারী, ইউরোলজি, অর্থোপেডিক সার্জারী, শিশু সার্জারী, নিউরোসার্জারী, চক্ষু ও নাক-কান-গলা বিভাগ, অবস এন্ড গাইনী, এনআইসিইউ সুবিধা সহ

নিওনেটলজি, অনকোলজি, শিশু নিওরোলজি, শিশু হেমাটোলজি এন্ড অনকোলজি, গ্যাস্ট্রোএন্টারলজি বিভাগ, চর্ম ও যৌন রোগ বিভাগ, এন্ডোক্রাইনোলজি, নিউরো মেডিসিন, ডেন্টাল, মানসিক রোগ বিভাগ চালু আছে। শিশুদের টিকাদানের জন্য রয়েছে আলাদা ইপিআই কেন্দ্র। হাসপাতালে আরো নতুন নতুন বিশেষায়িত সেবা ও বিভাগ চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। স্বল্প খরচে এখানে সব ধরনের অপারেশন সহ সকল চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা রয়েছে। নতুন ভবনে হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

হাসপাতালের বিশেষায়িত ও গুরুত্বপূর্ণ সেবা সমূহ : চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবা বিদ্যমান রয়েছে। শিশু স্বাস্থ্য বিভাগের অধিনে শিশু আইসিইউ, শিশু সিসিইউ, শিশু এইচডিইউ, শিশু কিডনী রোগ, শিশু হেমাটোলজি এন্ড অনকোলজি, শিশু কার্ডিওলজি, শিশু নিওরোলজি, শিশু পরিপাক তন্ত্র, লিভার ও পুষ্টি ইউনিট চালু রয়েছে। ৮০ শয্যা বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ নিওনেটাল ওয়ার্ড যার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সহ ৪৫ শয্যার এনআইসিইউ রয়েছে। এছাড়া বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবা হিসেবে আরো রয়েছে এডাল্ট আইসিইউ, এডাল্ট এইচডিইউ, এডাল্ট সিসিইউ, ক্যাথল্যাব, অনকোলজি (ক্যান্সার ইনষ্টিটিউট), হেমাটোলজি, হেমোডায়ালাইসিস, নিউরোসার্জারী, অর্থোপেডিক ও ট্রমা ইউনিটের বিশেষায়িত সেবা কার্যক্রম।

উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ঃ হাসপাতালের শিশু স্বাস্থ্য, নিওনেটলজি, শিশু নিওরোলজি, মেডিসিন, জেনারেল সার্জারী, অর্থোপেডিক সার্জারী, শিশু সার্জারী, অবস এন্ড গাইনী, রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং, রেডিওথেরাপি, শিশু আইসিইউ ও এনেস্থেসিওলজি এই ১২টি বিভাগের প্রশিক্ষন বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জনস কর্তৃক এফসিপিএস (পার্ট-২) এর পরীক্ষার জন্য স্বীকৃত ও অনুমোদিত। শিশু স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে ডিসিএইচ ও এমডি (পেডিয়াট্রিক) কোর্স চালু আছে।

অনুমোদিত বিভাগ ও প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল :

- শিশু স্বাস্থ্য বিভাগে প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল ৫ বছর।
- অবস এন্ড গাইনী বিভাগে প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল ৪ বছর।
- মেডিসিন, জেনারেল সার্জারী, শিশু নিওরোলজী, ও নিওনেটলজী বিভাগে প্রশিক্ষনের মেয়াদকাল ৩ বছর।
- শিশু সার্জারী, অর্থোপেডিক সার্জারী, রেডিওলজী এন্ড ইমেজিং, এনেস্থেসিওলজি বিভাগে প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল ২ বছর।
- রেডিওথেরাপি, পেডিয়াট্রিক ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন (শিশু আইসিইউ) বিভাগে প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল ১ বছর।

এছাড়া উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য এমএস (গাইনী), ডিজিও কোর্স, এমডি (নিওনেটলজি) ও এমডি (শিশু নিওরোলজি) কোর্স চালু করার জন্য ইতোমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

হাসপাতালের ইনডোর ও আউটডোর ফার্মেসী : হাসপাতালের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নতুন ভবনের নিচতলায় আউটডোর ফার্মেসী এবং ৫ম তলায় একটি ও ৮ম তলায় ১টি ফার্মেসী চালু করা হয়েছে। এছাড়া ফার্মেসী ষ্টোর নতুন ভবনের নিচ তলায় আরো বৃহত্তর পরিসরে স্থানান্তর করা হয়েছে। নতুন হাসপাতাল ভবনের গেইট সংলগ্ন জায়গায় আরো একটি ফার্মেসী করার পরিকল্পনা রয়েছে। হাসপাতাল ফার্মেসী থেকে রোগীদের ন্যায্য মূল্যে ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ঔষধ কোম্পানী গুলোর কাছ থেকে বিশেষ সাশ্রয় মূল্যে ঔষধ ক্রয়ের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। হাসপাতালের ফার্মেসী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মডেল ফার্মেসী হিসেবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত। হাসপাতালের সব কয়টি ফার্মেসী রোগীদের সেবায় ২৪ ঘন্টা খোলা রাখা হচ্ছে। ফার্মেসীর ঔষধ ক্রয়-বিক্রয়সহ সার্বিক কার্যক্রম ইন্টিগ্রেটেড সফটওয়ারের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ :

ঐতিহ্যকে ধারণ ও সংরক্ষণের বৈশিষ্ট্য নিয়ে এগিয়ে চলছে চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ। মেডিকেল শিক্ষায় অভিজ্ঞ শিক্ষকদের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে নতুন আয়োজন, নতুন উদ্যম, নতুন আঙ্গিকে রোগীদের হাসিমুখ তৃপ্তমন নিশ্চিত করার প্রত্যয়ে যাত্রা করলো এই প্রতিষ্ঠান। ২০০৫-২০০৬ সালে প্রথম ব্যাচে মাত্র ৫০ জন শিক্ষার্থী

ভর্তির মধ্য দিয়ে এটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। গত ০৩.০৬.২০০৬ তারিখ থেকে এর একাডেমিক কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করা হয়। ২০ তম ব্যাচে মেধাক্রমানুযায়ী সরকার কর্তৃক প্রেরিত তালিকা মোতাবেক সর্বমোট ১১৫ জন শিক্ষার্থীর ভর্তির মধ্য দিয়ে গৌরবান্বিত ও সাফল্যের অগ্রযাত্রায় ২০ বছর অতিক্রান্ত করছে এই মেডিকেল কলেজ। চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অত্র কেন্দ্র হতে ১৪ তম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা পাশ করে বর্তমানে অত্র মেডিকেল কলেজ/হাসপাতালসহ দেশে বিদেশে চিকিৎসক হিসেবে চাকুরী/উচ্চতর ডিগ্রী/প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। শুরু থেকে এই পর্যন্ত সর্বমোট ১১৬৯ জন গ্রাজুয়েট সাফল্যের স্বীকৃতিতে অভিষিক্ত হয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক শিক্ষাবর্ষ থেকে পাশকরা গ্রাজুয়েটদের মধ্যে নির্ধারিত ক্রাইটেরিয়া মোতাবেক পারফরমেন্স বিবেচনা করে একজন "বেষ্ট ডাক্তার" নির্বাচিত করে একটি গোল্ড মেডেল ও সম্মাননা দেয়া হয়ে থাকে। গত ০২.০৬.২০২৫ তারিখে প্রি-ক্লিনিক্যাল, প্যারা-ক্লিনিক্যাল এবং ক্লিনিক্যাল বিভাগ সমূহের বিভাগীয় প্রধানদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষের গ্রাজুয়েটদের মধ্যে থেকে পারফরমেন্স বিবেচনা করে ডাঃ অরুনিমা বড়ুয়াকে "বেস্ট ডাক্তার" হিসাবে নির্বাচিত করা হয় এবং "এস এন্ড এফ করিম ট্রাস্ট" এর পক্ষ থেকে তাকে একটি গোল্ড মেডেল প্রদান করা হয়।

ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও ফাইনাল পেশাগত এম.বি.বি.এস পরীক্ষা মে-২০২৪ এর ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম পেশাগত পরীক্ষায় সর্বমোট পরীক্ষার্থী ছিল ১০৯ জন, পাশ করেছে ১০৩ জন এবং রেফার্ড পেয়েছে ৬ জন (অত্র কেন্দ্রে শতকরা পাশের হার ৯৪.৪৯% এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের হার ৮৫.৬২%)। দ্বিতীয় পেশাগত পরীক্ষায় সর্বমোট পরীক্ষার্থী ছিল ১১৩ জন, পাশ করেছে ১০১ জন এবং রেফার্ড পেয়েছে ১২ জন (অত্র কেন্দ্রে শতকরা পাশের হার ৮৯.৩৮% এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের হার ৮৬.৮২%)। এখানে উল্লেখ্য যে, ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষের ৩ জন শিক্ষার্থী (১ জন ছাত্র-অর্কদীপ দে ও ২ জন ছাত্রী-শর্মিষ্ঠা ধর ও ফাইরুজ-ই-ফাতেমা) ক্লাস রোল নম্বার যথাক্রমে ১৯, ৭৪ ও ৭৫ ফার্মাকোলজি বিষয়ে অনার্স মার্ক পেয়েছে। তৃতীয় পেশাগত পরীক্ষায় সর্বমোট পরীক্ষার্থী ছিল ১০৮ জন, পাশ করেছে ৯৯ জন এবং রেফার্ড পেয়েছে ৯ জন (অত্র কেন্দ্রে শতকরা পাশের হার ৯১.৬৬% এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের হার ৮২.৪৬%)। এখানে উল্লেখ্য যে, ইকরাম হাসান (শিক্ষাবর্ষ : ২০২০-২০২১, ক্লাস রোল নং-১) এবং নূর-ই-মোজাররদ নুরুল্লাহ (শিক্ষাবর্ষ : ২০২০-২০২১, ক্লাস রোল নং-৮৫) ফার্মাকোলজি বিষয়ে অনার্স মার্ক পেয়েছে। ফাইনাল পেশাগত পরীক্ষায় সর্বমোট পরীক্ষার্থী ছিল ৩৪ জন, পাশ করেছে ৩২ জন এবং রেফার্ড পেয়েছে ২ জন (অত্র কেন্দ্রে শতকরা পাশের হার ৯৪.১১% এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের হার ৮০.১৬%)।

চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল কলেজ। ইতোমধ্যে অত্র মেডিকেল কলেজ দেশের অন্যতম সেরা বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ আইন, ২০২২ এর ১৯ ধারা মোতাবেক মেডিকেল কলেজের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সাব-কমিটি গঠনের কথা উল্লেখ রয়েছে। উক্ত ধারানুযায়ী অত্র মেডিকেল কলেজের প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম সুচারুরূপে পরিচালনার নিমিত্তে একটি নিয়োগ কমিটিসহ ব্যবস্থাপনা কমিটি, আর্থিক ব্যবস্থাপনা কমিটি, একাডেমিক কমিটি ও শিক্ষারমান নিয়ন্ত্রণ কমিটি গঠন করা হয় এবং কমিটি গুলোর কার্যক্রম নিয়মিতভাবে চলমান রয়েছে।

প্রতিটি বিভাগে পর্যাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োজিত রয়েছেন যা বাংলাদেশ মেডিকেল এণ্ড ডেন্টাল কাউন্সিল/বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন এর ক্রাইটেরিয়ার চেয়েও বেশি। আধুনিক ও মানসন্মত পর্যাপ্ত শিক্ষা সামগ্রী/সরঞ্জামাদি/শিক্ষা উপকরণ বিদ্যমান রয়েছে। কম্পিউটার, ব্রড ব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ'সহ পর্যাপ্ত দেশী বিদেশী নতুন সংস্করণের বই ও জার্ণাল সমৃদ্ধ শীতাতপ ও সি.সি.টি.ভি ক্যামেরা সম্বলিত রয়েছে একটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী। সি.সি.টি.ভি ক্যামেরার মাধ্যমে কলেজের একাডেমিক এবং প্রশাসনিক সকল প্রকারের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। সেন্ট্রাল লাইব্রেরীতে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের জন্য স্বতন্ত্র রিডিং রুম বিদ্যমান। মেডিকেল এডুকেশন ইউনিট ও এথিক্যাল কমিটিসহ রয়েছে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট একটি ছাত্রী নিবাস। ইতোমধ্যে দেশী-বিদেশী শিক্ষার্থীদের (পুরুষ) জন্য কলেজ ক্যাম্পাসের দ্বিতীয় তলায় একটি ছাত্রাবাস তৈরী করা হয়েছে। সমগ্র ক্যাম্পাস ওয়াইফাই জোনের আওতায় আনা হয়েছে। নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণের প্রক্রিয়াও ইতোমধ্যে শুরু করা হয়েছে। আধুনিক শিক্ষা উপকরণের অংশ হিসাবে কলেজের

লেকচার গ্যালারীতে এল.ই.ডি টিভি প্যানেল/এল.ই.ডি স্ক্রীন ইতোমধ্যে সংযোজন করা হয়েছে। একই সাথে লেকচার হল-১, লেকচার হল-২ এবং পরীক্ষার হল রুমে নতুন সাউন্ড সিস্টেম প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। Bangladesh Medical Education Accreditation Council (BMEAC) কর্তৃক অত্র মেডিকেল কলেজের স্বীকৃতি লাভের জন্য Template of Self-Assessment Report (SAR) for Medical Institutions এর কাজ চলমান আছে।

সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে (২০ তম ব্যাচ) ৫% অর্থাৎ মেধাবী ও অস্বচ্ছল কোটায় বিনামূল্যে ৬ জন শিক্ষার্থীকে অত্র মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। অত্র মেডিকেল কলেজ বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উপযোজিত, চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অন্তর্ভূক্ত এবং বাংলাদেশ মেডিকেল এণ্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বি.এম.এন্ড ডি.সি) কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্ত। চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়/চট্টগ্রাম বিশ্বি বদ্যালয় কর্তৃক চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং ফাইনাল পেশাগত এম.বি.বি.এস পরীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে অনুমোদিত। এভিসেনা ডিরেক্টরী অব মেডিকেল স্কুল (ডব্লিউ.এইচ.ও-বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা) এবং আই.এম.ই.ডি (ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল এডুকেশন ডিরেক্টরি) চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজকে স্বীকৃতি দিয়ে তালিকাভূক্ত করেছে। চট্টগ্রাম মা-শিশু ও জেনারেল হাসপাতালের মেডিসিন, সার্জারী, অবস্ এণ্ড গাইনী, অর্থোপেডিক্স সার্জারী, পেডিয়েট্রিক্স, পেডিয়েট্রিক্স সার্জারী, পেডিয়েট্রিক্স নিওরোলজি, রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং, নিওনেটলজি, পেডিয়েট্রিক্স ক্রিটিক্যাল কেয়ার, এ্যানেসথেসিওলজি এবং রেডিওথেরাপি বিভাগের প্রশিক্ষণ বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান্স এ্যান্ড সার্জন্স (বি.সি.পি.এস.) কর্তৃক এফ.সি.পি.এস. দ্বিতীয় পর্ব পরীক্ষার জন্য অনুমোদিত। মেডিকেল কলেজের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ আইন-২০২২ অনুসারে চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো অনুসারে পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। পরিচালনা পর্ষদ এবং একাডেমিক কাউন্সিলসহ নিয়মিতভাবে সকল প্রকারের সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

উক্ত পরিচালনা পর্ষদে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ মেডিকেল এণ্ড ডেন্টাল কাউন্সিল এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধিগণ সদস্য হিসেবে অর্ন্তভূক্ত রয়েছেন। সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক অত্র মেডিকেল কলেজে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, বিজয় দিবস ইত্যাদি পালন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও কলেজে বার্ষিক সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ চিকিৎসা শিক্ষা অ্যাক্রেডিটেশন আইন, ২০২৩ অনুযায়ী কলেজের নামে পৃথক একটি ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে।

আমাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বি.এস.এম.এম.ইউ এর অফিস স্মারক নং-১৩৯ তারিখঃ ২৭.০৭.২০২১ মূলে এম.ডি-পেডিয়েট্রিক্স (রেসিডেন্সি) কোর্স অত্র প্রতিষ্ঠানে চালু করার নিমিত্তে কিছু শর্ত সাপেক্ষে অধিভূক্ত করেছে। প্রতি বছর মার্চ সেশনে ০২ জন শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমোদনের সুপারিশ করা হয় যা কেন্দ্রীয়ভাবে বি.এস.এম.এম.ইউ এর ভর্তির নিয়মানুযায়ী পরিচালিত হবে। ইতোমধ্যে উক্ত কোর্সে ২ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। অত্র প্রতিষ্ঠানে এম.এস (অবসটেট্রিক্স এণ্ড গাইনোকোলজি) ও ডি.জি.ও (ডিপ্লোমা ইন গাইনোকোলজি এণ্ড অবসটেট্রিক্স) এবং এম.ডি (চাইল্ড নিউরোলজি এণ্ড ডেভেলপমেন্ট) কোর্স চালু করার নিমিত্তে ইতোপূর্বে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদনপত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্মারক মূলে চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারিশ/মতামতসহ পুনরায় আবেদন করার জন্য অত্র মেডিকেল কলেজকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হয়।

আমাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের স্মারক নং-৭৩৪ তারিখঃ ১৩.১০.২০২৩ মূলে চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এর অনুকূলে ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষ হতে প্রথম পর্যায়ে ২০ টি আসনসহ ডেন্টাল ইউনিট স্থাপনের নীতিগত অনুমোদন প্রদান করেছে। ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্তির অনুমোদনও পাওয়া গেছে। বি.এম এণ্ড ডি.সি'র স্বীকৃতির জন্য ইতোমধ্যে আবেদন করা হয়েছে যা প্রক্রিয়াধিন রয়েছে। বর্তমানে চলতি শিক্ষাবর্ষে চমাশিহামেক ডেন্টাল ইউনিটে বি.ডি.এস কোর্সে শিক্ষার্থীদের ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে।

সকলের সার্বিক সহযোগিতায় আমরা সকল বাধা বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে আজ চট্টগ্রামে চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষনা ক্ষেত্রে চমৎকার পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছি। ক্যাম্পাসের ভিতরে চারিদিকে অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ হচ্ছে। চিকিৎসা সেবা, চিকিৎসা শিক্ষা, গবেষনা, প্রশিক্ষণ, নার্সিং শিক্ষা ও সেবা'সহ মানব সম্পদ উন্নয়ন/সৃষ্টি ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যাপক সম্প্রসারণ ও নতুন মাত্রায় স্থাপন-এই লক্ষ্য ও বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যাওয়ায় আমাদের মূল উদ্দেশ্য। সকল প্রকারের প্রতিকূল পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ কার্যনির্বাহী কমিটি/ট্রাস্টি বোর্ড। সর্বস্তরের মানুষের সার্বিক সহযোগিতা ও আন্তরিকতা থাকলে রূদ্ধ পথও সুগম হয়। নিঃসন্দেহে জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি চিকিৎসা শিক্ষায় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় একটি মডেল হিসেবে অত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে একদিন। সে দিন আর বেশি দূরে নয়। সুস্থ জাতি গঠনে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক আরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষনা কেন্দ্র গড়ে উঠা উচিত। এক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ মেডিকেল এণ্ড ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত কারিকুলাম অনুযায়ী একাডেমিক কার্যক্রমসহ বিভাগীয় বিভিন্ন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এছাড়াও একাডেমিক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে নিয়মিত Journal Club, Continuing Medical Education, Combined Morning Session, Teaching Methodology, Research Methodology, Year Book, News Letter and Special suppliment ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়ে থাকে। এই সমস্ত বিষয় গুলোর কার্যক্রম প্রতিবেদন আকারে প্রত্যেক বছর সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশন, মহাখালী, ঢাকা এ প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এছাড়াও কলেজের বার্ষিক ম্যাগাজিন "Dorpon" এর কার্যক্রম নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। পাশাপাশি "চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ জার্ণাল" এর কার্যক্রমও নিয়মিতভাবে চলছে। গবেষণাধর্মী কার্যক্রমও অত্র প্রতিষ্ঠানে চালু রয়েছে। সরকারী/বেসরকারী মেডিকেল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থাকে। অত্র প্রতিষ্ঠানে একটি ঝশরষষ খধন. ও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। রয়েছে একটি সুজ্জিত চমাশিহা আর্কাইভ। মেডিকেল শিক্ষায় আরও ব্যাপকভাবে প্রসারতা বৃদ্ধির নিমিত্তে সমাজহিতৈষী কিছু নিবেদিত প্রাণ তাঁদের মরনোত্তর দেহদান করে দৃষ্টান্ত রেখে যাচ্ছেন। আমরা তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এখানে রয়েছে আস্থা, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও বিশ্বাসের বন্ধন। ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধনের এক অনুপম দৃশ্য এখানে। মেধা ও মননশীলতার সংস্পর্শে রয়েছে জ্ঞান। প্রতিষ্ঠানে রয়েছে অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের অভেদাঙ্গ মিলন মেলা। রয়েছে জোটবদ্ধ পরিকল্পিত সুন্দর ও যুগোপযোগী ব্যবস্থা। সর্বত্রই স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, প্রতিযোগিতা এবং সমআচরণের অবাধ বিচরণ। ট্রাস্টি বোর্ডের গতিশীল নেতৃত্বে অত্র প্রতিষ্ঠান এগিয়ে যাচ্ছে। সম্মানিত প্রত্যেক সদস্য/সদস্যাবৃন্দরা নিরলস ও নিঃস্বার্থভাবে প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁদের প্রানান্তকর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। নিঃশঙ্কচিত্তে নির্দ্বিধায় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম এগিয়ে যাবে। এখানে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থই প্রায়োগিক প্রাধান্য। এই মনোভাবকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠানকে নতুন ও আধুনিক রূপ দিতে ট্রাস্টি বোর্ড সার্বক্ষনিক কাজ করে যাচ্ছে।

চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট :

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, চলতি অর্থবছরে আমরা চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিটে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জন্য সরকারী অনুমোদন পেয়েছি। প্রাথমিকভাবে ২০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জন্য সরকার আমাদের অনুমোন দিয়েছে। ইতোমধ্যে ডেন্টাল ইউনিটে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ১ জুলাই ২০২৫ থেকে ডেন্টাল ইউনিটের ছাত্র-ছাত্রীদের একাডেমিক কার্যক্রম/ক্লাস শুরু হবে। ডেন্টাল ইউনিটের জন্য সরকারের চাহিদা অনুযায়ী পুরাতন হাসপাতাল ভবনের নিচতলা ও ২য় তলায় প্রায় ১ লক্ষ বর্গফুট জায়গায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, ক্লাশ রুম, সেমিনার রুম, টিউটোরিয়াল রুম, বিভিন্ন ল্যাব, ডেন্টাল চেয়ারসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল শামসুন নাহার খান নার্সিং কলেজ :

চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের অধীনে ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিএসসি ইন নার্সিং সায়ন্স কোর্স চালু করা হয়।

এই কোর্সে আসন সংখ্যা ৫০ টি। বাংলাদেশে নার্সিং সেবা ও নার্সিং শিক্ষার মান উন্নয়নে নিঃসন্দেহে চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের এই নার্সিং কলেজটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সর্বোপরি নার্সিং শিক্ষা ও নার্সিং সেবার মান উন্নয়নে আমরা সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা বিশ্বাস করি নার্সিং পেশার উন্নয়ন না হলে চিকিৎসা সেবার উন্নয়ন কোন ভাবেই সম্ভব নয়। নার্সিং সাব-কমিটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও দিক নির্দেশনায় হাসপাতালের নার্সিং ইনস্টিটিউট ও নার্সিং কলেজের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কমিটি নার্সিং শিক্ষা ও নার্সিং সেবার মান উন্নয়নে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় গভর্নিং বডির দিক নির্দেশনা মোতাবেক নার্সিং এর সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কলেজে অধ্যারনরত ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাথমিক কোর্স সম্পন্ন করে প্রাকটিক্যাল হিসেবে অত্র হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে চিকিৎসা সেবায় সহযোগীতা করে থাকে। আমাদের নার্সিং কলেজের ৪টি ব্যাচ ইতোমধ্যে নার্সিং সম্পন্ন করে অত্র হাসপাতালে কাজে যোগদান করেছেন। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আমাদের নার্সিং কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের পাশের হার শতভাগ এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনে আমাদের নার্সিং কলেজের অবস্থান প্রথম। বিএসসি ইন নার্সিং কোর্সে ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

নার্সিং ছাত্রীদের জন্য আমাদের রয়েছে ছাত্রী নিবাসের সু-ব্যবস্থা। হোস্টেল ব্যবস্থাপনা সাব-কমিটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে এই হোস্টেল পরিচালিত হচ্ছে। ছাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মনিটরিং করা হয়।

নার্সিং শিক্ষা ও সেবার মান উন্নয়নে চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল নার্সিং ওয়েলফেয়ার ফান্ড, চট্টগ্রাম সমিতি ইউকে, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য/সদস্যাগণ সহযোগিতা করে যাচ্ছেন।

চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল নার্সিং ইনস্টিটিউট :

১৯৮৯ সাল থেকে চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল নার্সিং ট্রেনিং চালু করা হয়। ২০০৭ সাল থেকে চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল নার্সিং ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিলের স্বীকৃতি লাভ করে। অত্র প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করা ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারী হাসপাতালসহ দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে দক্ষতার সহিত কাজ করে যাচ্ছে। এখানকার প্রশিক্ষন প্রাপ্ত নার্সদের মাধ্যমে হাসপাতালের নার্সিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। নার্সদের উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের জন্য আমরা বিভিন্ন প্রশিক্ষন কোর্সের আয়োজন করে থাকি। হাসপাতালের বিশেষায়িত আইসিইউ, সিসিইউ, এনআইসিইউ বিভাগে বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষিত নার্সদের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। নার্সিং সেবার মান বৃদ্ধি ও সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদা একটি নার্সিং সাব-কমিটি রয়েছে। তারা নার্সিং সংক্রান্ত সার্বিক বিষয় সমূহ মনিটর করছেন। নার্সিং সেবার মান উন্নয়নের জন্য নার্সদের বিভিন্ন প্রশিক্ষন ও নিয়মিত কাউন্সিলিং এর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। নার্সিং ইনস্টিটিউটে অধ্যারনরত ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাথমিক কোর্স সম্পন্ন করে প্রাকটিক্যাল হিসেবে অত্র হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে চিকিৎসা সেবায় সহযোগীতা করে থাকে।

ছাত্রীদের জন্য রয়েছে ছাত্রী নিবাসের সু-ব্যবস্থা। হোস্টেল ব্যবস্থাপনা সাব-কমিটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে এই হোস্টেল পরিচালিত হচ্ছে। ছাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মনিটরিং করা হয়।

বর্তমানে ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সাইন্স এন্ড মিডওয়াইফারী কোর্সে আসন সংখ্যা ৫০টি। ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ডিপ্লোমা ইন নার্সিং কোর্সে ভর্তি প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। নার্সিং কোর্সে বর্তমানে ভাল জিপিএ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি হচ্ছে। মানসম্মত শিক্ষার কারণে আমাদের নার্সিং এর পাশের হারও খুবই ভালো এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাশের হার শতভাগ। এছাড়া অত্র ইনস্টিটিউট থেকে পাশ করা বিপুল সংখ্যক নার্স সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন।

চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড হেলথ :

চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প হল "চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড হেলথ"। উক্ত ইনস্টিটিউটের অধীনে ১৯৯৭ ইং সাল থেকে ডিপ্লোমা ইন চাইল্ড হেলথ (ডিসিএইচ) কোর্সে চালু আছে। এ পর্যন্ত অত্র ইনস্টিটিউট থেকে ১৪৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১১৩ জন শিক্ষার্থী ডিসিএইচ পাশ করেছেন। বর্তমানে ডিসিএইচ কোর্সে ভর্তির জন্য কেন্দ্রিয়ভাবে পরীক্ষা নেয়া হয় এবং ডিসিএইচ কোর্সের মেয়াদ ২ বছরে উন্নিত করা

হয়েছে। আমরা আরো আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, অত্র ইনষ্টিটিউটের অধীনে সরকারী অনুমোদনক্রমে এম.ডি (পেডিয়াটিকস) কোর্স চালু করা হয়েছে। মার্চ ২০২২-২০২৩ সেশন থেকে এমডি (পেডিয়াট্রিকস) কোর্সে ০৬ জন চিকিৎসক প্রশিক্ষনে আছেন। ইনষ্টিটিউট অব চাইল্ড হেলথ এর অধীনে শিশু স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন একাডেমিক ও গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ইনষ্টিটিউটের উদ্যোগে নিয়মিতভাবে চিকিৎসা বিষয়ে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সেমিনার, জার্নাল ক্লাব ও সিম্পোজিয়াম এর আয়োজন করা হয়ে থাকে। জাতীয় পর্যায়ে আইসিডিডিআরবি ও ঢাকা শিশু হাসপাতাল, চাইল্ড হেলথ রিসার্চ ফাউন্ডেশন (সিআরএফ), ঢাকা এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ডঐঙ ও আমেরিকার ঔড়যহ ঐড়ঢ়শরহং বিশ্ববিদ্যালয় এর সাথে যৌথ ভাবে আমাদের গবেষণা কাজ চলছে। এফসিপিএস (পার্ট-১) এবং ডিসিএইচ শিক্ষার্থীদের জন্য ইনষ্টিটিউটের উদ্যোগে ঙঝচঊ পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইনষ্টিটিউটের জন্য নতুন হাসপাতাল ভবনের ৩য় তলায় অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশে আলাদা অফিস রুম, টিউটোরিয়াল রুম, লাইব্রেরী ও ১০০ আসন বিশিষ্ট একটি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত সেমিনার হলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অটিজম ও শিশু বিকাশ কেন্দ্র :

হাসপাতালের অন্যতম একটি বিশেষায়িত বিভাগ অটিজম ও শিশু বিকাশ ইনষ্টিটিউট। একজন অধ্যাপক, একজন সহযোগী অধ্যাপক ও ২জন সহকারী অধ্যাপকের তত্বাবধানে এই কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধি শিশুদের এখানে সকল চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এখানে প্রতিবন্ধি শিশুদের ক্লিনিক্যাল এসেসমেন্ট, ডেভেলপমেন্টাল থেরাপি, স্পিচ থেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, লো-ভিশন থেরাপিসহ সব ধরনের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। শিশুদের খিচুনি রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। উক্ত বিভাগে অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষন প্রাপ্ত থেরাপিষ্ট সহ প্রয়োজনীয় জনবল রয়েছে। হাসপাতালের অটিজম ও শিশু বিকাশ কেন্দ্রকে সম্পূর্ণ আধুনিক সুযোগ সুবিধা সহ আলাদা আলাদা ভাবে সাজানো হয়েছে। ইভিনিং শিফটেও শিশু বিকাশ কেন্দ্রের চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছে। চট্টগ্রামে একমাত্র মা ও শিশু হাসপাতালের অটিজম ও শিশু বিকাশ কেন্দ্রে প্রতিবন্ধি শিশুদের জন্য সমন্বিত ভাবে সব ধরনের চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা রয়েছে। অত্র হাসপাতালের অটিজম ও শিশু বিকাশ কেন্দ্রের উদ্যোগে চট্টগ্রামের বিভিন্ন প্রতিবন্ধি সংগঠন ও প্রতিবন্ধিদের নিয়ে যেসকল প্রতিষ্ঠান কাজ করে তাদের থেরাপিষ্ট ও কর্মীদের দেশের ও দেশের বাহিরের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

ওয়েব সাইট ও ফেজবুক পেইজ : চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের নামে একটি ওয়েব সাইট রয়েছে। ওয়েব সাইটের ঠিকানা ররি.পসড়ংযনফ.ড়ৎম. উক্ত ওয়েব সাইটে হাসপাতালের সার্বিক কার্যক্রম, হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের যাবতীয় হালনাগাদ তথ্য প্রদান করা হচ্ছে। হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা ও বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রচারণার জন্য একটি ফেজবুক পেইজ খোলা হয়েছে। ফেজবুক পেইজের লিংক https://www.facebook.com/cmoshbd. হাসপাতালের বিভিন্ন কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য পেতে সকল আজীবন সদস্যগণকে বর্ণিত পেইজে যুক্ত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো। এছাড়া চমাশিহা ক্যান্সার ইনষ্টিটিউটের আলাদা একটি ফেইসবুক পেইজ রয়েছে। উক্ত পেইজের লিংক https://www.facebook.com/cmoshOncologyHematology

এএমডি ফ্রান্সের সাথে চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে সমঝোতা চুক্তি : এএমডি (ফ্রান্স) ও কেএমডি (ফ্রান্স) ২টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যারা কক্সবাজারের চকরিয়া এলাকায় অবস্থিত এসএআরপিভি নামক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাথে যৌথভাবে কাজ করছেন। ২০০১ সাল থেকে উক্ত সংগঠন গুলোর সাথে অত্র হাসপাতাল চুক্তি বদ্ধ হয়ে সমাজের অবহেলিত অসংখ্য গরীব রিকেটজনিত বিকলাঙ্গ রোগী/অর্থোপেডিক্স রোগীদের বিনামূল্যে/স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছে। ফ্রান্সের অর্থোপেডিক্স টিম প্রতি বছর অত্র হাসপাতালে এসে ২/৩ মাস অবস্থান করে রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন সম্পন্ন করেন। এর মাধ্যমে একদিকে হাসপাতালের চিকিৎসকগণ উন্নত চিকিৎসায় প্রশিক্ষিত হচ্ছে অন্যদিকে অসহায় রোগীরা চিকিৎসা নিয়ে স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাচ্ছে। এএমডি ফ্রান্স বিভিন্ন সময়ে হাসপাতালে অনেক মূল্যবান মেডিকেল যন্ত্রপাতি দিয়েছেন। এবারো তারা অর্থোপেডিক বিভাগের জন্য একটি আর্থোস্কোপ মেশিন প্রদান করেছেন এবং একটি উন্নতমানের ফ্র্যাকচার ওটি টেবিল ক্রয়ের জন্য ৩১ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করেছেন। এএমডি ফ্রান্সের সাথে হাসপাতালের চিকিৎসা, সহযোগীতা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে তাদের সাথে একটি সমঝোতা চুক্তি রয়েছে।

স্মাইল ট্রেইন ক্লেফট প্রজেক্ট : আন্তর্জাতিক সংস্থা "স্মাইল ট্রেইন" এর সাথে অত্র হাসপাতালের একটি সমঝোতা চুক্তি রয়েছে। উক্ত সমঝোতা চুক্তির অধিনে স্মাইল ট্রেইন ক্লেফট প্রজেক্ট এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ঠোঁট কাটা তালু কাটা ও পুষ্টিহীন শিশুদের অপারেশন সহ চিকিৎসা সেবা প্রদান করে আসছে। বিগত কয়েক বছর ধরে স্মাইল ট্রেইন ক্লেফট প্রজেক্টের এই কার্যক্রম চলমান আছে। গত অর্থ বছরে উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৪৮৯ জন ঠোঁট কাটা ও তালু কাটা রোগীর অপারেশন এবং ১৮৫৯ জন পুষ্টিহীন রোগীর চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়েছে।

সরকারী/বেসরকারী অনুদান : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এৎধহঃ ওহ অরফ খাতে বিগত বছরে ৫ কোটি টাকার অনুদান পাওয়া গেছে। চলতি অর্থবছরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে বিশেষ বরাদ্দ হিসেবে আরো ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে বিশেষ বরাদ্দ হিসেবে ১ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। সরকারী অনুদান বৃদ্ধির জন্য আমরা সর্বাত্বক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। সরকারী অনুদানের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত অনুদান হাসপাতালের সেবা কার্যক্রমকে আরো বেগবান করছে। পিএইচপি ফ্যামিলির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সুফী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান নতুন হাসপাতাল ভবনের জন্য ইতোপূর্বে ৫ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছেন। ক্যান্সার হাসপাতাল ভবনের জন্যও পিএইচপি ফ্যামিলি আরো ৫ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছেন। পিএইচপি ফ্যামিলির সর্বমোট অনুদানের পরিমাণ ১০ কোটি টাকা। এছাড়া ইউসিবিএল এর পক্ষ থেকে ক্যান্সার হাসপাতালের জন্য ৫ কোটি টাকা, দৈনিক আজাদী পরিবারের পক্ষ থেকে ক্যান্সার হাসপাতালের জন্য ১ কোটি টাকা, প্রাক্তন লায়ন্স জেলা গভর্ণর ও কনফিডেন্স সিমেন্ট লিঃ এর ভাইস চেয়ারম্যান লায়ন রূপম কিশোর বড়ুয়া ১ কোটি টাকা, আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিঃ ১ কোটি টাকা, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ এর প্রেসিডেন্ট জনাব মাহবুবুল আলম ১ কোটি টাকা, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ভিআইপি টাওয়ারের স্বত্ত্বাধিকারী জনাব মোঃ আবুল হোসেন নতুন হাসপাতাল ভবনের জন্য ২টি লিফট ও ক্যান্সার হাসপাতালের জন্য ১ কোটি টাকা, ইনার হুইল ডিষ্ট্রিক্ট ৩৪৫ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ক্যান্সার হাসপাতালের জন্য ১ কোটি টাকা, প্রফেসর (ডাঃ) আবু তাহের ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা, শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভান্ডারী ট্রাস্ট ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর পক্ষ থেকে নতুন হাসপাতাল ভবনের জন্য ২টি লিফট, মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব এম এ লতিফ এমপি মহোদয় পক্ষ থেকে একটি লাশবাহী এ্যাম্বুলেন্স অনুদান পাওয়া গেছে। এসিএস লজিসিটক্স লিঃ এন্ড মেরিনার্স কার্গো সার্ভিসেস লিঃ এর অর্থায়নে ১০ম তলায় একটি অত্যাধুনিক কনফারেন্স হল নির্মাণ করা হবে। এছাড়াও হাসপাতালের আজীবন সদস্য এবং দাতা ব্যক্তিদের নিকট থেকে প্রতিবছর প্রাপ্ত দান, অনুদান ও যাকাতের অর্থ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

যাকাত ফান্ড ও দরিদ্র কল্যান তহবিল : হাসপাতালে আগত অসহায় ও গরীব রোগীদের স্বল্পমূল্যে/ক্ষেত্রবিশেষে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এ সকল রোগীদের সকল ঔষধ পত্র ও চিকিৎসার খরচ হাসপাতালের যাকাত ফান্ড ও দরিদ্র রোগী কল্যাণ তহবিল থেকে বহন করা হয়। বিগত অর্থ বছরে হাসাতালের যাকাত ফান্ড থেকে ৫৪,৩৪,২৮৪/- টাকা এবং দরিদ্র কল্যাণ তহবিল থেকে ১২,৭৪,০৪৬/- টাকা অসহায় ও গরীব রোগীদের চিকিৎসা সহায়তার জন্য ব্যয় করা হয়েছে। কিডনী ডায়ালাইসিস ও ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসা সহায়তার জন্য এই ফান্ড সমূহের একটি বড় অংশ ব্যয় করা হয়। এছাড়া হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে আগত অসহায় ও দরিদ্র রোগীদের যাকাত ফান্ড ও দরিদ্র কল্যাণ তহবিল পর্যাপ্ত সহযোগীতা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, অসহায় ও দুস্থ রোগীদেরকে ঔষধ, খাবার ও বাচ্চাদের পুষ্টির জন্য খিঁচুরি ও দুগ্ধজাত খাবার বিনামূল্যে দেওয়া হয়। এছাড়াও, সব ধর্ম বর্ণের গরীব ও হতদরিদ্র শ্রেনীর লোকদের যাচাই বাছাই করে ফ্রি ও অর্ধ-ফ্রিতে নিয়মিতভাবে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। কোন রোগীকেই টাকার অভাবে চিকিৎসার জন্য এখান থেকে ফেরত দেয়া হবে না - এটি আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। আপনাদের যাকাতের অর্থ একজন অসহায় ও দুঃস্থ মুসলিম রোগীকে বেঁচে থাকার জন্য সহায়তা করবে। অতএব আপনার যাকাতের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ "চট্টগ্রাম মা-শিশু ও জেনারেল হাসপাতালের যাকাত ফান্ডে" প্রদানের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। হাসপাতালের সকল আজীবন সদস্য/সদস্যা, ডোনার, পৃষ্ঠপোষক ও সমাজের সকল বিত্তশালীদের হাসপাতালের যাকাত ফান্ডে যাকাতের একটি অংশ প্রদানের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য কল্যাণ ফান্ড : হাসপাতালের কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন-কাঠামো বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান বেতন কাঠামো অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অর্থাৎ সরকারের সর্বশেষ বেতন-কাঠামোতে পূর্ণাঙ্গ পে স্কেল অনুযায়ী হাসপাতালের কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার সুপারিশ অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে হাসপাতালের বিভিন্ন পর্যায়ের ৩৪৩ জন কর্মচারীর বেতন ভাতা ফিক্স সেলারী থেকে স্কেলভুক্ত করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্যদেরও স্কেলভুক্ত করার ব্যবস্থা নেয়া হবে। মা ও শিশু হাসপাতাল পরিবারের সকল সদস্য যাতে মানসম্মত জীবন যাপন করতে পারে এব্যাপারে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। তাই তাদের জন্য রয়েছে 'কল্যাণ-ফান্ড' নামে একটি ফান্ড। উক্ত ফান্ড থেকে হাসপাতালের অস্বচ্ছল কর্মকর্তা কর্মচারীদের যেকোন রকম আর্থিক সাহায্য ও তাদের সন্তানদের লেখাপড়া এবং অফেরতযোগ্য দান-অনুদান প্রদানসহ বিভিন্ন ধরনের সাহায্য সহযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়।

আজীবন সদস্য/সদস্যাগণের তথ্যাদি সংরক্ষণ : বর্তমানে হাসপাতালের আজীবন সদস্য/সদস্যার সংখ্যা ১০৪৯৮ জন। আজীবন সদস্য/সদস্যাদের যাবতীয় তথ্যাদি (নাম, ঠিকানা, ছবি, টেলিফোন নম্বর) নতুন ডাটাবেজ সফটওয়ারের মাধ্যমে যথাযথ ভাবে সংরক্ষনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। উক্ত সফটওয়ারের মাধ্যমে আজীবন সদস্য/সদস্যাদের সকল তথ্য সংরক্ষন, হালনাগাদকরণ, সদস্য/সদস্যাদের আইডি কার্ড তৈরি, ভোটার লিষ্ট তৈরি, ভোট গ্রহণ সহ সকল তথ্য হালনাগাদ করার কাজ চলমান রয়েছে। সম্মানিত আজীবন সদস্য/সদস্যাগণকে এসএমএস এর মাধ্যমে হাসপাতাল থেকে বিভিন্ন তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়। যে সকল আজীবন সদস্য/সদস্যাদের মোবাইল নম্বর, ছবি ও তথ্য হালনাগাদ নাই তাদেরকে ছবি জমা প্রদান পূর্বক তথ্য হালনাগাদ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। যদি কোন আজীবন সদস্য হাসপাতাল থেকে এসএমএস এর মাধ্যমে কোন মেসেজ না পান তাহলে তাদেরকে আজীবন সদস্য নং ও মোবাইল নম্বর হাসপাতাল অফিসে জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সম্মানিত আজীবন সদস্য/সদস্যাবৃন্দ,

আপনারা হাসপাতালের প্রাণ। আপনাদের যেকোন মতামত ও পরামর্শ আমরা সব সময় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে থাকি। আপনারা যেকোন সময় হাসপাতাল পরিদর্শন করবেন এবং হাসপাতালের উন্নয়নে আপনাদের যেকোন পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব। যেকোন সময় যেকোন অনিয়ম আপনাদের দৃষ্টিগোচর হলে তা আমাদেরকে অবহিত করলে আমরা যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করব। আজীবন সদস্য/সদস্যাদের জন্য আলাদা ক্যাশ কাউন্টার ও একটি হেলপ ডেস্ক এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। নতুন হাসপাতাল ভবনের নিচ তলায় সম্মানিত আজীবন সদস্যদের জন্য আলাদা একটি ওয়েটিং রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া যেকোন প্রয়োজনে আপনারা সরাসরি পরিচালক (প্রশাসন) এর সাথে যোগাযোগ করবেন। প্রেসিডেন্ট ও জেনারেল সেক্রেটারীর দরজা আপনাদের জন্য সবসময় উন্মুক্ত আছে। আপনারা যেকোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

সম্মানিত আজীবন সদস্য/সদস্যাবৃন্দ, চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের অধিনে বর্তমানে হাসপাতালের ৮টি প্রকল্প আমরা অত্যন্ত সুন্দর ও সফল ভাবে পরিচালনা করে আসছি। আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগীতায় আমরা আজকের এ অবস্থানে এসে পৌঁছাতে পেরেছি। চট্টগ্রাম মা-শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল ইতিমধ্যে একটি বিশেষায়িত ও মডেল হাসপাতাল হিসেবে দেশে ও দেশের বাহিরে ব্যাপক ভাবে সমাদৃত হয়েছে। আমাদের মেডিকেল কলেজ বাংলাদেশের ৬৯ টি বেসরকারী মেডিকেল কলেজের মধ্যে একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ মেডিকেল কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আমাদের নার্সিং কলেজ ও নার্সিং ইনষ্টিটিউট ও অত্যন্ত সুনামের সাথে পরিচালিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের এই সুনাম অক্ষুন্ন থাকবে - ইনশাআল্লাহ। আগামী অর্থবছরে আমরা মেডিকেল কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এছাড়া নার্সিং কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণের জন্য এ.কে. খান ফাউন্ডেশনের সাথে আমাদের যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সমূহ :

১. চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজের একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু করা।
২. চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালকে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে সমৃদ্ধ করে আন্তর্জাতিক মানে উন্নিত করা।
৩. ক্যান্সার হাসপাতাল ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা।
৪. ক্যান্সার হাসপাতালের জন্য নতুন আরেকটি রেডিওথেরাপি মেশিন ক্রয় করা।
৫. রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং বিভাগের জন্য এমআরআই মেশিন ক্রয়।
৬. উচ্চতর প্রশিক্ষনের জন্য এমএস (গাইনী), ডিজিও কোর্স, এমডি (নিওনেটলজি) ও এমডি (শিশু নিওরোলজি) কোর্স চালু করা।
৭. হাসপাতালের জন্য নতুন এমআরআই মেশিন ও মেমোগ্রাফি মেশিন ক্রয় করা।
৮. চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের অধীনে একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।
৯. নার্সিং ইনষ্টিটিউট/নার্সিং কলেজের জন্য আলাদা একাডেমিক ভবন নির্মাণ।
১০. অটিজম ও শিশু বিকাশ কেন্দ্রের জন্য আলাদা ভবন নির্মাণ।
১১. অত্র প্রতিষ্ঠানের অধিনে একটি মেডিকেল টেকনোলজি ইনষ্টিটিউট স্থাপন।

সর্বোপরি এখানে একটি আন্তর্জাতিক মানের বেসরকারী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সহ একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল ভিলেজ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হবে।

সম্মানিত আজীবন সদস্য/সদস্যাবৃন্দ,

এতক্ষণ আমি চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের ২০২৪-২০২৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন পড়ে শোনালাম। কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষে জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে এর সার্বিক তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরা আমার দায়িত্ব। সাফল্য যতটুকু তার কৃতিত্ব আপনাদের সকলের আর ব্যর্থতার দায়ভার আমার এবং আমার পরিষদের।

দীর্ঘ সময় ধৈর্য্য ধরে আমার বক্তব্য শোনার জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। যে সকল সরকারী/ বেসরকারী/ দাতা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ হাসপাতালে নগদ অর্থ ও বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করে দুঃস্থ মানবতার সেবায় এগিয়ে এসেছেন তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। চট্টগ্রামের বিভিন্ন পত্র পত্রিকা, জাতীয় দৈনিক সমূহ ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ আমাদের হাসপাতালের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ, সচিত্র প্রতিবেদন ও কর্মকান্ড বিভিন্ন সময়ে জনসমক্ষে তুলে ধরে হাসপাতালকে সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত, আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন, তাঁদের কাছেও আমাদের অসীম কৃতজ্ঞতা।

পরিশেষে হাসপাতালের ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা সফল ভাবে আয়োজনে সর্বাত্বক সহযোগীতার জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, আজীবন সদস্যবৃন্দ, হাসপাতালের সকল স্তরের শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা, নার্স ও কর্মচারীদের জানাই অশেষ ধন্যবাদ। আপনাদের সকলের সার্বিক কল্যাণ, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি এবং হাসপাতালের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

আল্লাহ হাফেজ।

কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষে,

মোহাম্মদ রেজাউল করিম আজাদ
জনারেল সেক্রেটারী, কার্যনির্বাহী কমিটি
চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

তারিখ : চট্টগ্রাম
২৮/০৬/২০২৫